 **RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb**

(2009 mv‡ji RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb AvBb Øviv cÖwZwôZ GKwU mswewae× ¯^vaxb ivóªxq cÖwZôvb)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, XvKv-1217

B-‡gBjt nhrc.bd@gmail.com

 ZvwiL: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি-**

**মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিবাদ**

মিয়ানমার সরকার যে নিষ্ঠুরতার সাথে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর অমানবিক নির্যাতন , হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। তাদের নিষ্ঠুরতা থেকে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ধ্বংসযজ্ঞের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। মিয়ানমার সরকারের এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা তাদের ঘর- বাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে এবং এদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা-সহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের মানবাধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব মিয়ানমার রাষ্ট্রের। মিয়ানমার সরকারকেই এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে তাদের পৈতৃক নিবাসে পুনর্বাসিত করতে হবে। আর এটা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার, বিভিন্ন দেশী/ বিদেশী মানবাধিকার সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপসহ যে সমস্ত রাষ্ট্র মিয়ানমার সরকারের বর্বরতার নিন্দা জানিয়েছে এবং বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদেরকে সাধুবাদ জানায়। কমিশন আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি একইভাবে নির্যাতিত ও বিপন্ন রোহিঙ্গাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ও তাদের ওপর মিয়ানমার সরকারের বর্বরতা বন্ধ করার জন্য মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এখনো এই ধ্বংসযজ্ঞ চলমান রয়েছে বিধায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

০১। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার কমিশনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে তাদের স্ব স্ব সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক মিয়ানমার সরকারের ওপর এই নৃশংসতা বন্ধ করার জন্য কূটনীতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করার অনুরোধ জ্ঞাপন করে পত্র প্রেরণ ও ফলো আপ করবে।

০২। রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা Global Allaince for National Human Rights Institutions (GANHRI) –কে অনুরূপ পত্র প্রেরণ করবে।

০৩। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারকে অনুরূপ পত্র প্রেরণ করবে।

০৪। ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights –কে অনুরূপ পত্র প্রেরণ করবে।

05। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আঞ্চলিক ফোরাম (APF) ও কমনওয়েলথ সচিবালয়ের মানবাধিকার বিষয়ক ইউনিট- কে অনুরূপ পত্র প্রেরণ করবে।

০৬। শিশু নির্যাতন বন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংস্থা (SAIEVAC) কে অনুরূপ পত্র প্রেরণ করবে।

০7। অরগানাইজেশন অফ ইসলামিক স্টেটস (OIC) এর মহাসচিবকে অনুরূপ পত্র প্রেরণ করবে।

০8। খুব শীঘ্রই সকল মানবাধিকার সংস্থাদের নিয়ে প্রতিবাদসভা ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হবে।

ধন্যবাদান্তে,

ফারহানা সাঈদ

জনসংযোগ কর্মকর্তা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

মোবাইলঃ ০১৭৯০৫৩৬৯৩৬